[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কাজের উদ্বোধন করেন। এসময় পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন কালে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরামর্শ সহ নানান কাজ করে যাচ্ছি। আপনারা এ রোগ থেকে নিজেকে ও আপনজনদের রক্ষা করতে সচেতন হোন। জনসমাগম একেবারে এড়িয়ে চলুন।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গাংনীর যে সাপ্তাহিক হাটে আজ মানুষের সমাগম লক্ষ করা গেছে তা রিতিমত অত্যান্ত ঝুঁকি পূর্ণ। মানুষকে এতকিছু বলার পরও তাদের হুশ হয়না কেন আমার বোধগম্য নয়।

তিনি বলেন, আমরা বামন্দীর বড় গরুর হাট বন্ধ করে দিয়েছি জনগণকে এ করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করার জন্য। করোনা ভাইরাস বিস্তার যাতে না করতে পারে প্রতিদিন মাইকে সব এলাকায় সচেতনতামূলোক প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তারপরও অনেকে তাতে কর্নপাত করছেননা এটা দূঃখজনক। গাংনীর হাট যেহেতু ঝুকিপূর্ণ তাই আগামীতে যাতে জনসমাগম না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

এ সময় স্থানীয় নেতা কর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের গাংনীতে টিসিবির কেন্দ্র থেকে ন্যায্যমূল্যে মালামাল বিক্রি

মেহেরপুরের গাংনীতে টিসিবির কেন্দ্র থেকে ন্যায্যমূল্যে মালামাল বিক্রয় শুরু হয়েছে। আজ বিকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ মালামাল বিক্রয়ের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এখানে উপস্থিত জনগণ সর্বোচ্চ ৬ কেজি তেল, ১ কেজি ডাল ও ১ কেজি

ক্রয় করতে পারবে। তেলের প্রতি কেজি মূল্য ৮০ টাকা, ডাল প্রতি কেজি ৫০ টাকা এবং চিনি প্রতি কেজি ৫০ টাকা হিসাবে ক্রয় করতে পারবে।

উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত জনগণ দীর্ঘক্ষন লাইনে দাঁড়িয়ে ক্রমান্বয়ে এ মালামাল ক্রয় করেন। এ সময় উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এবং গাংনী থানা পুলিশের একটি বিশেষ টিম এ বিক্রয় কাজে সহযোগিতা করেন।

গাংনীতে ভূঁয়া কাগজে রাজু এখন প্রধান শিক্ষক

গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইচ.বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ।শিক্ষক নিবন্ধন ছাড়া এবং নিয়োগ ছাড়াই শ্বশুর প্রাক্তণ প্রধান শিক্ষক ও তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মামা শ্বশুরের বদৌলতে সীল স্বাক্ষর জাল করে সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে এমপিও করে বেতন ভুক্ত হয়।

জানা গেছে,২০০২ সালে সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে অবৈধ নিয়োগ গ্রহণ করেন। গাংনী উপজেলার দুর্নীতিবাজ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসারের যোগসাজশে ভূঁয়া কাগজ পত্র শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করে বৈধতা নেয়ার চেষ্টা করে।

তার নিয়োগ বিধি মোতাবেক কাম্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞা না থাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাকে বেতন বাতিল করে। যার পক্ষে বৈধ কাগজ পত্র না থাকায় রাজু আহমেদ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে তিনি ২০০৭ সালে আবারও অফিসকে ম্যানেজ করে অবৈধভাবে পুনরায় নিয়োগ ও নিবন্ধন ছাড়াই বেতন ভুক্ত হয়।

হাড়াভাঙ্গা গ্রামবাসীর পক্ষে লিখিত অভিযোগে খাইরুল ইসলামের ছেলে জিয়ার ছাড়াও বেশ কয়েকজন জানিয়েছেন, দুর্নীতিবাজ এই শিক্ষক আদম

ব্যবসার অন্তরালে অসহায় লোকজনকে প্রতারিত করে চাকুরিসহ নানা প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ বাণিজ্য ও সুদ ব্যবসা করে গাড়ি বাড়ীর মালিক বনেছেন। ২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তিনি আবারও এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে বহাল তবিয়তে চাকুরী করছেন। গ্রামবাসীর আবেদন, দুর্নীতিবাজ আদম ব্যবসায়ী শিক্ষক নিবন্ধন ছাড়াই এবং ভূঁয়া ইনডেক্সে অভিজ্ঞতা না থাকলেও প্রধান শিক্ষক হিসাবে কিভাবে নিয়োগ পেয়ে বেতনভুক্ত হলেন!

বিষয়টি নিয়ে এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের সাথে কথা বলতে বার বার মোবাইল ফোনে চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

এব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করা হয়েছে। সচেতন মহলের দাবি, সরেজমিনে তদন্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন ছাড়া ও ভূঁয়া ইনডেক্সধারী অবৈধ প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অপসারণ ও উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ফিরিয়ে আনতে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

গাংনী সাব রেজিষ্টারের বিরুদ্ধে নানা বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সাব রেজিষ্টার মাহফুজ রানা যোগদানের পর থেকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে গাংনী সাব রেজিষ্ট্রি অফিস।

কয়েকজন দলিল লেখক জানান, সাব রেজিষ্টার মাহফুজ রানা যোগদানের পর থেকে গাংনী সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে কর্মরত কতিপয় অফিস সহকারী ও দলিল লেখকদের মাধ্যমে ক্রেতা বিক্রেতাদের কাছ থেকে নানা অজুহাত দেখিয়ে মোটা অংকের টাকা নিয়ে পকেটস্থ করছেন।

এছাড়া হাতে লেখা দলিল দিয়েই এখানে রেজিস্ট্রি কার্যক্রম চলছে। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা জানান,

অফিসের ভিতরে যথা নিয়মেই কাজ কর্ম চলছে। সরকারী ফিস রিসিভের মাধ্যমে জমা নেওয়া হয়। তবে অফিসের বাহিরে দলিল লেখকরা কে, কি করছেন সেটা তার জানা নয়।

সরেজমিনে আজ মঙ্গলবার সাকালে গিয়ে জানা গেছে সাব রেজিষ্ট্রিার আজ সকালে তিনি মহুরীদের ডেকে দলিল প্রতি আরও ১ টাকা অতিরিক্ত আদায়ের জন্য নিদের্শ প্রদান করেছেন।

কয়েকজন মহুরী জানান, আমাদের লাইন্সি নবায়ন বাবদ হাসনা হেনা বকুল আমাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ২৩শত টাকা নিয়েছে আজ পর্যন্ত নবায়ন করা হয়নি।সরকারী নিয়ম অনুযায়ী হেবা দলিলে ৫০০শত টাকার স্ট্যাম্প ও ফিস বাবদ ৭০০শত টাকা নেয়ার নিয়ম থাকলে ও অফিসে অতিরিক্ত ৭০০শত টাকার পরির্বতে ১২শত টাকা ও ফালিং বাবদ ৩৫০ টাকা অতিরিক্ত আদায়ের জন্য বাধ্য করেছে।এই টাকার কোন রশিদ দেওয়া হয়না।

জানা গেছে, গাংনী সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে অডিট ব্যয়, নজরানা ও দলিল ফাইলিংয়ের নামে দলিল প্রতি ৩৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা, মসজিদ উন্নয়ন বাবদ ৫০ টাকা ও নকল সরবরাহের জন্য এক হাজার টাকা থেকে দেড় হাজার টাকা, হেবা দলিল প্রতি ৫০০ টাকা সাব রেজিষ্টারসহ অফিসের কর্মচারীরা নিয়ে থাকেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় দলিল লেখকসহ ভূক্তভোগীরা।

আরো জানা যায়, নাম্বার রিং দলিল প্রতি ২ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। এসব টাকা আদায়ের দায়িত্বে রয়েছে অফিস সহকারী হাসনা হেনা বকুল, স্টাফ রতন, অফিসের পিয়ন মহিবুল ইসলাম, বশির আহমেদ। ওই টাকাগুলো সাব-রেজিষ্টার সহ সকল কর্মচারীরা ভাগ-বাটোয়ারা করে থাকেন বলে জানা গেছে।

গাংনী সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের সরকারী নিয়মানুযায়ী ইউনিয়নের কৃষি জমি ৭%, অকৃষি জমি ৮%, পৌর সভার মধ্যে ২%, প্রিন্টসহ হলফনামা বাবদ ৩০০ টাকা, ই-এ-এন বাবদ ২২৫ টাকা, পে- অর্ডার, নোটিশ বোর্ড ফিস বাবদ ২০০ টাকা ও দলিল লেখকদের লেখা খরচ বাবদ ৮২৫ টাকা উল্লেখ থাকলেও দলিল লেখক সমিতি নানা কারণ দেখিয়ে অলিখিত সিন্ডিকেট তৈরী করে ক্রেতা বিক্রেতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছেন।

ভবানিপুর গ্রামের ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম জানান, আমার জামায়ের জমি রেজিস্ট্রি করার সময় ফাইলিং বাবদ ৫০০টাকা অতিরিক্ত নিয়েছে মহুরী। অফিস স্টাফ বশির আহমেদ মসজিদ উন্নয়নের নামে ৫০টাকা নিয়েই

তবে টিপসই নিয়ে থাকেন।

সমপ্রতি ধর্মচাকী গ্রামের রবিউল ইসলাম জানান,আমার স্ত্রীকে তার মায়ের জমি হেবা দলিলের মাধ্যমে রেজিস্ট্রি করার সময় মহুরী আমার কাছ থেকে অতিরিক্ত অফিস খরচ বাবদ ১হাজার টাকা বেশি নিয়েছে মোট ৬ হাজার টাকা নিয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের বেক্রা ইসমাইল হোসেন বলেন, আমার জমি হেবা দলিলের মাধ্যমে আমার ভাইকে দিতে গেলে মহুরী আমার কাছ থেকে ৩হাজার ৫০০টাকা গ্রহন করেন।জানতে চাইল তিনি বলেন,অফিসের খরচ ২হাজার ৫০০টাকা দিতে হয়।আমারা লেখা খরচ থাকে মাত্র ১হাজার টাকা। এক প্রশ্নেনের জাবাবে মহুরী বলেন,আমারা চাকুরী করি সাব রেজিষ্ট্রারের অনুকুলে তাদের টাকা না দিলে লাইন্সি বাতিল করে দেওয়ার ভয়দেখান।

কুঞ্জনগর গ্রামের মকলেছুর রহমান জানান, জমি রেজিস্ট্রি করার সময় ফাইলিং বাবদ ৪০০ টাকা ও ঘোষণাপত্র বাবদ ৬০০ টাকা নেয়া হয়েছে। একই সাথে নকল সরবরাহের জন্য মহুরী এক হাজার টাকা নেন। এ টাকার কোন রশিদ দেননি তিনি। একই কথা জানালেন হোগলবাড়িয়া গ্রামের শামীম।

এব্যাপারে দলিল লেখক সমিতির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন পিন্টু জানান, সাব রেজিষ্টার মাহফুজ রানা যোগদানের পর থেকে দলিল লেখকদের কাছ থেকে অফিস খরচ বাবাদ সাব রেজিস্ট্রি অফিস কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ৩৫০ টাকা করে গ্রহণ করেন। এই টাকার কোন রশিদ আমাদেরকে দেওয়া হয়না। হেবা দলিলে ৫০০টাকা নিয়ে থাকেন। এই টাকারও কোন রশিদ দেওয়া হয়না। আমরা এর বাইরে ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট থেকে টাকা আদায় করিনা।মুজিববর্ষ পালনে স্যারের ফকেটের টাকা খরচ হওয়ায় স্যার আবারও দলিল প্রতি ১টাকা আদায় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম জানান, আমরা অফিসের বাইরে কোন টাকা আদায় করিনা। অফিস খরচ বাবদ ৩৫০ টাকা অতিরিক্ত নেওয়া হয়। হেবা দলিল প্রতি ৫০০টাকা অফিস নিয়ে থাকে।এ টাকার সরকারী কোন রশিদ আমাদেরকে দেয় না। তিনি বলেন, টাকা নেয় অফিস, আর নাম হয় দলিল লেখকদের। আমাদের নিকট থেকে টাকা না নিলে আমারা ক্রেতা-বিক্রেতার কাছ থেকে আরো কম টাকা নিতে পারতাম।

গাংনী উপজেলা সাব রেজিষ্টার মাহফুজ রানা এসব অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, আমি যত দিন আছি কোন অনিয়ম হবে না। সরকারি রশিদ ছাড়া

কোন টাকা নেওয়া হয়না। মহুরীরা আমার নাম ব্যাবহার করলে আমার কিছু করার নেই। তবে আমি আসার পার দেখি এখানে ভুয়া সাংবাদিক ও কিছু নেতা,গাঁজা খোর অফিসে মাসুয়ারা নিতো আমি আসার পর সেটি বন্ধ করে দিয়েছি।আমি আগে এটিএন বাংলা টিভি তে সাংবাদিকগতা করতাম মুন্নিশাহার সাথে আমার পরিচয় আছে।

আপনারা কে আমার কথা রেকর্ড করার কী ভাবে সংবাদ নিতে হয় আমার কাছ থেকে জেনে যাবেন।আমার নামে কোন নিউজ হলে আপনারদের বিরুদ্ধে অনেক পত্রিকায় আমি নিউজ করবো।আমার সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা হয়।আমার বাবা আওয়ামীলীগের লেডার।আমি বাহিরাগতদের এখানে প্রবেশ করতে দেবনা।তিনি আরও বলেন আমার অফিসে অনিয়ম হলে সাংবাদিকদের কী তারা আমার অফিসের তদন্ত করার কে আমার অফিসের ব্যাপার অমি বুঝবো।

গাংনীতে পৃথক পৃথক ভাবে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

মেহেরপুরের গাংনীতে স্বল্প পরিসরে উদযাপিত হয়েছে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। বৈশ্বিক ব্যাধি নোভেল করোনা ভাইরাসের কারণে বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও দলীয় পর্যায়ে পৃথক ভাবে কর্মসূচী পালন করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক। পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক, গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুর রহমান ও সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন। পরে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গাংনী কমান্ড, বাংলাদেশ পুলিশ গাংনী থানা ও পৌর আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে উপজেলা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

করা হয়।

এ সময় গাংনী থানা কর্মকর্তা (তদন্ত ওসি) সাজেদুল ইসলাম, সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলমসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীসহ সরকারি অফিসের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে নোভেল করোনা ভাইরাসের প্রতিকার ও শহীদদের আত্মার মাগফেরাত করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন উপজেলা পরিষদ মসজিদের পেশ ঈমাম ইলিয়াস হোসেন।

অপর দিকে বৃহস্পতিবার সকাল ৭ টার দিকে গাংনী বাসষ্ট্যান্ডের রেজাউল চত্বরে পৌর আওয়ামী লীগের আয়োজনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাবলু ও সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, যুবলীগের সভাপতি আশরাফউদ্দিন বাবু, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনিক, স্বেচ্ছাসেবক লীগের আরিফুল ইসলাম সোবহান ও কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান নিজ নিজ সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ৮ টার দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে গাংনী বাসষ্ট্যান্ডের রেজাউল চত্বরে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৭৪ মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

পরে যুবলীগের পতাকা সাবেক প্যানেল মেয়র নবীর উদ্দিন, দলীয় পতাকা উপজেলা আওয়ামী লীগের গোলাম মোস্তফা, ছাত্রলীগের পতাকা হাসিবুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবক লীগের পতাকা আবুল বাশার, তাঁতী লীগের পতাকা মনিরুল ইসলাম ও আঃ মজিদ, মৎস্য লীগের পতাকা আলম ও খলিলুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, জেলা মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নুরজাহান বেগম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাষ্টার,বিশিষ্ট আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু ।

পতাকা উত্তোলন শেষে রেজাউল চত্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। পরে উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা শেষে সকল শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন শেষে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন ৭৪ মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

গাংনীতে বিভিন্ন সড়কে স্বেচ্ছায় জীবানুনাশক প্রয়োগ করছে একদল যুবক

সড়কে চলাচলকৃত যানবাহন থেকে করোনা ভাইরাস সংক্রামক প্রতিরোধে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বামন্দীতে নিজ উদ্যোগে একদল যুবক জীবানু নাশক প্রয়োগ করছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে জেলার দোকান পাট বন্ধ করা সহ আন্তঃ জেলার গণপরিবহন সিমিত করা হয়েছে বলে ঘোষনা দেন জেলা প্রশাসন। যার ফলে নিজ প্রয়োজনে এক স্থান অন্য স্থানে যেতে হচ্ছে কর্মব্যাস্ত মানুষকে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কে চলাচলকৃত সকল প্রকার যানবাহন সড়কে থামিয়ে জীবানুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে।

তাদের এমন উদ্যোগ অন্য এলাকার যুবকেদের অনুপ্রাণিত করবে বলে জানান সড়কে চলাচল কারীরা।

মেহেরপুরের সকল ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, খোলা থাকছে কাঁচা বাজার ও ওষুধের দোকান

করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধকল্পে মেহেরপুর জেলার সকল প্রকার দোকানপাট, প্রতিষ্ঠান ও গণ পরিবহনসহ বিভিন্ন প্রকার যানবহন বন্ধ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন থেকে নির্দেশ পাওয়ার পর গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সকল দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন ব্যাবসায়ীরা। শুধু মাত্র কাঁচা বাজার ও ওষূধের দোকান গুলি খোলা থাকবে। সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাঠে কাজ করছেন র্যাব-পুলিশের বিশেষ টিম।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক জরুরী নোটিশে জানিয়েছেন করোনা ভাইরাস বিস্তার প্রতিরোধে জনস্বার্থে (মঙ্গলবার) সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার সকল দোকানপাট, প্রতিষ্ঠান ও যানবাহন বন্ধ থাকবে। তবে কাঁচাবাজার, মুদি দোকান, খাবারের দোকান, ঔষধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরী পরিসেবা এ আদেশের আওতামুক্ত থাকবে।

এছাড়া যত্রতত্র ঘোরাফেরা না করে সকলকে নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাউকে বাইরে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করতে দেখলে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এমন নির্দেশে পুলিশের বিভিন্ন টহল দল জেলার শহরসহ বিভিন্ন গ্রামেও অভিযান চালিয়ে দোকানপাট বন্ধ করে দেয় পুলিশ। সেই সাথে মানুষকে করোনা প্রতিরোধে বিভিন্ন সচেতনতা মুলক প্রচারনা চালানো হচ্ছে। প্রশাসনের নির্দেশনার সাথে সাথে মেহেরপুরের প্রধান সড়কসহ বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

তবে প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ সর্তকতার সাথে বের হলেও কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে।

[redacted]

[redacted]

সন্ধানী সংস্থা পরিচালিত সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা ফলাফলে শীর্ষে অবস্থান করে আসছে।

ফলাফলে প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ মোঃ হাবিবুর রহমান বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে গাংনী বাজারের দোকান-পাট বন্ধ ঘোষনা

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সকল দোকান পাট বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে জেলা প্রশাসনের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষনা দেওয়ার পর গাংনী পুলিশ বিভাগ থেকে বাজারের দোকান পাট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

তবে ওষুধ, মুদিও দোকান, খাবার ও কাচা বাজার এ ঘোষনার আওতামুক্ত থাকবে বলে জানা গেছে।

এদিকে সন্ধ্যা থেকে দোকান পাট বন্ধ ঘোষনায় সাময়িক অসুবিধা হলেও ব্যাবসায়ীসহ সকল স্তরের লোকজন সমর্থন জানিয়েছেন।

দোকান পাট বন্ধ ঘোষনার সময় গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান বলেন, সরকারের আদেশে দেশকে করোনা প্রতিরোধে বা করোনা যাতে বিস্তার লাভ না করে সেজন্য সাময়িকভাবে মানুষের জমায়েত এড়াতে নিত্য প্রয়োজনীয় দোকান পাট বাদে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।